



178524 - জবাই করার আগে কোরবানির পশু মারা গলে কী হুকুম

প্রশ্ন

প্রশ্ন: এ বছর ইসলামি সংস্থার পরিচালনাধীন মসজিদে মাধ্যমে আমি কোরবানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য ছয়জনকে সাথে আমি একটি গ্রুপের ভাগে অংশীদার হয়েছে। ইসলামি সংস্থাকে ২০০০ পাউন্ড মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তারা কোরবানির পশু ক্রয় করছেন। ৫ জন, ৬ জন বা ৭ জনের জোটবদ্ধ গ্রুপের সদস্য সংখ্যা অনুপাতে তারা প্রত্যেকে গ্রুপের জন্য কোরবানির পশু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু, ঈদে দনি ফজরে এক ঘণ্টা পূর্বে আমার কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট গরুটি মারা গেছে। আমি কোন অর্থ ফেরত পাইনি। কেননা আমি কোরবানির পশু ক্রয় করছি। কনোর পর ফজরে পূর্বে পশুটি মারা গেছে। আমি অন্য একটি কোরবানির পশু সন্ধান করে শেষে ১০০০ পাউন্ড দিয়ে একটি ভেড়া জবাই করছি। প্রশ্ন হচ্ছে; প্রথমত: এমতাবস্থায় কী করা সঠিক ওয়াজবি ছিল। দ্বিতীয়ত: এ ধরনের বঞ্চিতার শিকার হওয়া কী আমার গুনাহের প্রতীক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

১। কউ যদি কোন একটি পশুকে কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করবে, এরপর কোন অবহলো না করা সত্ত্বেও সে পশুটি মারা যায় সেক্ষেত্রে আপনার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (৯/৩৫৩) বলেন:

“যদি কোন অবহলো ব্যতিক্রমে তার হাত থেকে কোরবানির পশুটি ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা পশুটির হাতে আমানত। যদি তার অবহলো না থাকে সেক্ষেত্রে গচ্ছতি-রাখা সম্পদে মত তাকে এটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না”। [সমাপ্ত] [আরও দেখুন: মরীদাওয়াই এর ‘আল-ইনসাফ’ (৪/৭১)]

২। যদি সে ব্যক্তি নিজের এটাকে ধ্বংস করে থাকে কিংবা অন্য কউ ধ্বংস করে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি ধ্বংসের কারণ সে এর মূল্য কিংবা সমমানের পশু ক্ষতিপূরণ দাবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনি’ গ্রন্থে (৯/৩৫২) বলেন:



“যদি কটে কোন ওয়াজবি কোরবানরি পশু ধ্বংস করে তাহলে তাকে মূল্য জরমিনা দিতে হবে। কেননা পশু এমন শ্রমের যত্নের মূল্য-অনুমানযোগ্য। যদেনি পশুটিকে ধ্বংস করেছে সেই দিনের মূল্য ধ্বংস হবে”।

এ বিষয়টি যখন পরিস্কার হল: সুতরাং আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যিক নয়। কেননা আপনি নিজেকে কোরবানরি পশুটি ধ্বংস করেননি এবং এটির সংরক্ষণে কোন অবহেলা করেননি।

পরবর্তীতে আপনি কোরবানরি নিয়তে যে ভড়া জবাই করছেন সেটা ভাল করছেন। আপনি ইনশাআল্লাহ এর জন্য সওয়াব পাবেন। কিন্তু, আপনার উপর মরে যাওয়া পশুর বদলে অন্য কোন পশু জবাই করা আবশ্যিক ছিল না। কিন্তু আপনি যিহেতে করাই ফলেছেন সেটা নিফল এবং আপনার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সওয়াবের কাজ হয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

আপনার কোরবানরি পশু মরে যাওয়া এমন কিছু নরিদশে করছে না যে, আপনি বিঞ্চতি কথিবা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য কোন শাস্তি বরং কে জানে হতে পারে এটি আপনার জন্য পরীক্ষা; যে পরীক্ষার জন্য আপনি সওয়াব পাবেন। নকে কাজ করার জন্য আপনি আগে যে চেষ্টা করছেন এর সাথে যোগ হয়েছে আল্লাহর নরিধারণতি তাকদরি অনুযায়ী আপনি মরে যাওয়া পশুটির বদলে অন্য একটি পশু কোরবানি করছেন। আল্লাহর চাহে তে এ আমলগুলো আপনার অতিরিক্ত নকেরি কাজ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

“কোন মানুষ যদি সুদৃঢ় সংকল্পের সাথে তার সাধ্য যা কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে তা করে তাহলে শরয়িতের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি পরপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির সমান; পরপূর্ণ কার্য সম্পাদনকারীর সওয়াব কথিবা শাস্তি সে ব্যক্তি পাবে; এমনকি যা তার সাধ্যের বাইরে এর জন্যও সে ব্যক্তি সওয়াব কথিবা শাস্তি পাবে। উদাহরণস্বরূপ নকে কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতাকারী ব্যক্তিবর্গ”। [মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৭২২-৭২৩), আরও জানতে দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/২৩৬)]

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আপনার পক্ষ থেকে এবং সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে কবুল করেন।

আল্লাহই ভাল জানেন।